দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... DEC. 08 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

262

গর্জন করে চলেছে তাতে কয়েক লাখ পরীক্ষার্থী অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হচ্ছে। ধর্মের নামে এ ধরনের ক্ষতি ও বিরক্তিকর কাজ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি– যে কাজ অপরের বিরক্তি ও ক্ষতির কারণ তা ইসলামী কর্মকাণ্ড নয়। মৌলভী সাহেবদেরকে বলি যে, সবকটি ওয়াজ ও ইসলামী জলসা থেকে আপনারা প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন, অথচ পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা বিবেচনায় রাখেন বলে মনে হয় না। আপনাদের কাছে আরও পরামর্শ হলো সারারাত মাইক দিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করা ইসলামে কতটুকু বৈধ তা ভালভাবে জেনে নিন। মাইক দিয়ে সারারাত তাণ্ডব সৃষ্টির ফলে শুধু পরীক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিকটতস্থ হাজার হাজার জনসাধারণ।

যা হোক, অন্তত পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে ওয়াজের মঞ্চ থেকে বা ইসলামী জলসা থেকে মাইক দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে গর্জন না করে আওয়াজ সীমিত রাখুন। জনসাধারণের ক্ষতি করে ও অপরের রুচির বিপর্যয় ঘটানোর অধিকার কারো নেই।

মোঃ আবদুস সালিম
৭২/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪।

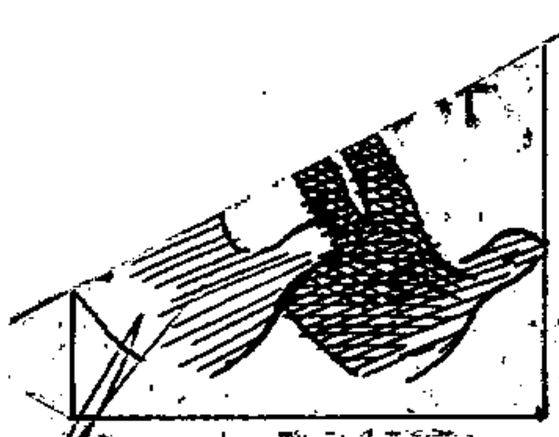

স্কুল কলেজে পরীক্ষা মৌলভী ও মোল্লারা ক্ষান্ত হোন

শীতের এই দিনগুলোতে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ ও ইসলামী সম্মেলনের হিড়িক পড়ে যায়। তাই এখানে সেখানে তাকালেই দেখা যায় প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয় করে গেট সাজিয়ে ও মঞ্চ নির্মাণ করে ওয়াজ ও ইসলামী সম্মেলনের বিরাট আয়োজন। আয়োজকরা সাধারণত ধর্ম সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান রাখে না। তাই ওরা ওয়াজ ও ইসলামী সম্মেলনে বক্তা হিসেবে আগত মৌলভী মোল্লাদেরদেরকে ইসলামের কর্ণধার মনে করে। এ কারণে ওয়াজের বক্তা মৌলভী ও মোল্লাদের নিকট আমাদের একটি পরামর্শ আছে। তা হলো চলতি মাসে বিভিন্ন স্কুল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা ও টেস্ট পরীক্ষা চলছে। অধিকন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পাস পরীক্ষা চলছে। ছেলেপেলেদের এই পরীক্ষার সময় আপনারা অর্থাৎ মৌলভী ও মোল্লারা ওয়াজের মঞ্চ থেকে মাইক দিয়ে কান ফাটানো শব্দে ওয়াজ না কের অল্পশব্দে ওয়াজ করুন। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের কথা না হয় বাদ দিলাম। রাজধানী ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজের নামে মৌলভী ও মোল্লারা মাইক দিয়ে যেভাবে